ইত্তেফাক

২৯৬

২৯/১২/৮৯

বাংলাভাষার আন্তর্জাতিক সম্মান

জাতিসংঘে সরকারী কাজকর্ম ও উহার বেতার সার্ভিসে এশিয়ার প্রধান প্রধান ভাষার সহিত বাংলা ভাষাও ব্যবহারের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। বাঙালী জাতির জন্য এই সংবাদ নিঃসন্দেহে গর্বের। শুধু বাংলাদেশের জনগণ নহে, সমগ্র বিশ্বের ১৫ কোটিরও বেশী বাংলা ভাষাভাষী তাহাদের মাতৃভাষার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে নিশ্চয়ই গৌরবান্বিত বোধ করিবে। হাজার বৎসরের ঐতিহ্যবাহী বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন আলাউল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মোশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, জসীমুদ্দীন, ফররুখ আহমদের ন্যায় যুগস্রষ্টা সাহিত্যসাধকরা। বাংলা সাহিত্যে এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম এই ভাষার অসাধারণ শক্তিমত্তার সহিত বিশ্ব সাহিত্যের পরিচয় ঘটান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই ভাষার কোন রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছিল না। এই বাংলাদেশের মানুষ বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীতে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের জন্য বুকের রক্ত দিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাভাষাকে জীবিত রাখার জন্য প্রাণপাত করিয়াছে। ইহার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আসিয়াছে স্বাধীনতা সংগ্রাম, অভ্যুদয় ঘটিয়াছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ সবই বাংলাভাষার প্রতি স্বীকৃতি। আর কোন ভাষাকে সম্ভবতঃ এত সংগ্রাম, এতো রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়া যাইতে হয় নাই। বাংলাভাষাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা যাহাকে অস্তিত্বের জন্য, বিকশিত হইবার জন্য জন্মলগ্ন হইতেই সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইয়াছে, বাংলাভাষাই একমাত্র ভাষা—যে ভাষার স্বীকৃতির প্রয়োজনে একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিতে হইয়াছে। তাই আমরা এই বাংলাদেশের নয় কোটি মানুষ, বাংলাভাষার এই আন্তর্জাতিক মর্যাদায় গৌরবান্বিত সম্মানিত।

কিন্তু ইহার পাশাপাশি আমরা অত্যন্ত বেদনার্তও বটে। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন হইতে এ পর্যন্ত এই প্রায় এগারো বৎসর ধরিয়া একটিমাত্র শ্লোগানই আমরা শুনিয়া আসিতেছি, সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারীতে এই শ্লোগানের জন্ম হয় আর বাইশে ফেব্রুয়ারীতেই ইহার মৃত্যু ঘটে। বাংলাভাষাকে সম্পূর্ণ খারিজ করার চেষ্টা করিয়াছেন এখানকারই কেহ কেহ, বাংলাভাষার হরফ পাল্টাইয়া রোমান অথবা অন্য কোন হরফে লেখার চেষ্টাও কম করা হয় নাই। এমনকি ভাষাকে সমৃদ্ধ করার নামে প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও অহেতুক বিদেশী শব্দ চালানোর প্রয়াসও এখনও দেখা যাইতেছে। এদেশের সচেতন অংশ ও বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনসাধারণ জানেন, এই প্রচেষ্টার অন্তর্বর্তী উদ্দেশ্য। তাহারাই বাংলাভাষাকে খাটো করিয়া দেখে, যাহারা বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশকে খাটো করিয়া দেখে। আমরা জাতিসংঘের তথ্য সংক্রান্ত কমিটির সদস্যদের প্রতি জানাই আমাদের অভিনন্দন, অভিনন্দন জানাই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যের প্রতি।